গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৪ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

স্মারক নং: ৪২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৭.২০১৭-৮৬

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৫ / ৩১ মার্চ ২০১৯

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হাওর মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদ্‌সংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।
(০৫ পাতা)

(মো: আবুল ইসলাম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৫১০।
ই-মেইলঃ dev4mowr@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০।
৮. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, ১১৬ নয়া পল্টন, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মহাখালী, ঢাকা।
২৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, মতিঝিল, ঢাকা।
২৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

চলমান

২৬. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
২৭. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ।
২৯. মহাপরিচালক, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩০. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ২৩২/১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৩১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৩২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৩৩. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩৪. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, নবাব আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৩৫. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প করপোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৭. মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩৮. মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ২/১৪ এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪০. যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. অতিরিক্ত ডিআইজি (উন্নয়ন), বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা।
৪২. সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
৪৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি:-সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন - ০৪ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

বিষয়ঃ হাওর মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: কবির বিন আনোয়ার, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ।
সময়	: বেলা ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্মেলন কক্ষ, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন 'খ' তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি, উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি হাওর এলাকার জলজ প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় প্রতিপালন, হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আহুত এ বিশেষ সভার পটভূমির উপর আলোকপাত করেন।

অত:পর সভার কার্যপত্র অনুসারে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্যে সভাপতি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালককে অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরুতেই হাওর মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক তাঁর উপস্থাপনায় হাওর মহাপরিকল্পনার পটভূমি, হাওরের উন্নয়ন ক্ষেত্রভিত্তিক প্রকল্প, হাওর এলাকায় সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন ২০ বছর (২০১২-২০৩২) মেয়াদি হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি ক্ষেত্রে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক ১১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৮টি প্রকল্প ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং আরও ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এরপর তিনি উন্নয়ন ক্ষেত্র/সংস্থা ভিত্তিক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। যা নিম্নরূপ:

১। উন্নয়ন ক্ষেত্র: পানি সম্পদ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় পানি সম্পদ সেক্টরে ৯টি প্রকল্প ক্ষেত্র/প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্র হতে ইতোমধ্যে ১৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৬টি, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ০৩টি, যৌথ নদী কমিশন ১টি, নদী রক্ষা কমিশন ১টি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১টি, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর ২টি, আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড : পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট। "হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প"-যা JICA অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত হাওর অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯টি হাওরে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের অগ্রগতি Schedule অনুযায়ী সন্তোষজনক। তিনি আরও জানান প্রকল্প অঞ্চলে বৎসরে ৪-৫ মাসের বেশি কাজ করা সম্ভব হয় না। সভাপতি মহোদয় জানান যে, এ জন্য বর্ষা মৌসুমে কাজের সকল পরিকল্পনা, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও আনুসাঙ্গিক কাজ শেষ করে রাখতে হবে যাতে শুকনা মৌসুম আসার সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করা যায়। মহাপরিচালক জানান যে, "পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য/সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করন প্রকল্পটি" বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ২০১৬ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের দ্বারা উদ্ভাবিত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্যান্য প্রকল্পগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চারটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পগুলো প্রধানত: হাওর অঞ্চলের কৃষি, পরিবেশ, প্রতিবেশ বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদীর গতি প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নতুন তথ্য ও জ্ঞান আহরনের উদ্দ্যেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে এরূপ ৩টি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত করেছে। এ সমাপ্ত প্রকল্পের সকল তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আগ্রহী ব্যবহারকারীদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, হাওর অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)" JICA এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটির পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অধীনে হাওর এলাকার উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রামীন সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মান বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও ল্যান্ডিং ঘাট নির্মান করা হচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, বিল উন্নয়ন ও বিল সংযোগ খাল খনন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২২ পর্যন্ত এবং এ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৪% প্রকল্পের schedule অনুযায়ী সন্তোষজনক।

সভাপতি উল্লেখ করেন যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সড়কসহ অন্যান্য অবকাঠামো অবশ্যই হাওরের পরিবেশ বান্ধব হতে হবে।কালভার্ট গুলো দৈর্ঘ্যে অবশ্যই বড় হতে হবে যাতে দ্রুত পানি সরে যেতে পারে। তাছাড়া মৎস্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সংযোগ খাল খনন কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে সমন্বয় করে করতে হবে। পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যান্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের দিকনির্দেশনা দেন। তাছাড়া পানি সম্পদ সেক্টরের আরও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানান।

২। উন্নয়ন ক্ষেত্র: কৃষি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: মহাপরিচালক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান, হাওর মহাপরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে ২২টি প্রকল্প ক্ষেত্র উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে এ সেক্টরে ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন উল্লিখিত ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপস্থিত প্রতিনিধি, জনাব মো: ওয়াহিদুজ্জামান অতিরিক্ত পরিচালককে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য আহবান জানান। জনাব জামান প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, খামার যান্ত্রিকীকরণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, ভাসমান বেডে বীজতলা তৈরী, শাকসবজী ও মশলা উৎপাদন, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ক প্রকল্পগুলো হাওর অঞ্চলের পরিবেশের খুবই উপযোগী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া তিনি আরও জানান যে, হাওর অঞ্চলে ধানের চারা রোপন এবং ফসল কাটার সময় শ্রমিক সংকট থাকবার কারণে ফসল চাষে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, রিপার, সিডার, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, রোপন/বপন যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য সরকার হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে ৭০% এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ৫০% ভুর্তকি দিচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত পাওয়ার টিলার ৮৭৪টি, পাওয়ার থ্রেসার ৫৫০টি, রিপার ৬০টি, সিডার ৫৫টি ভুর্তকির মাধ্যমে ক্রয় করে ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আরও জানান যে, হাওর অঞ্চলসহ দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্যও প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় "সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সিলেট জেলায় সারা বৎসর অনেক জমি পতিত থাকতে দেখা যায়। অথচ এসব জমিতে বৎসরে অনায়াসে ২-৩টি ফসল চাষাবাদ করা যায় । তিনি এ বিষয়ে জানান যে, দেশে ফসলের গড় নিবিড়তা প্রায় ১৯৪% অথচ সিলেট বিভাগে তা ১৬৪% । এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এ বিভাগের ফসলের নিবিড়তার গড় ১৭০% এ উন্নীত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধানত: ফসলের জমিতে ক্ষুদ্রসেচের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকে । এ বিষয়ে বিএডিসি প্রতিনিধি জানান যে, সিলেট বিভাগে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নের জন্য এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেচ অবকাঠামো

নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির পরিমিত/যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে: জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ পূর্বক প্রতি বৎসর ৮৬,২৫১ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করছে। তাছাড়া ময়মনসিংহে রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। সভাপতি ভূগর্ভস্থ পানির চেয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষি সেক্টরে আরও প্রকল্প নেওয়ার সুযোগ আছে বলে তিনি সভাকে জানান। এরুপ আরও প্রকল্প গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন।

৩। উন্নয়ন ক্ষেত্র : পরিবহন

মহাপরিচালক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, এ সেক্টরে ১৫টি প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্প গুলো প্রধানত: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করছে। তিনি আরও জানান যে, পরিবহন সেক্টরে ১৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তম্মন্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১০টি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৩টি, অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ অঞ্চল জনাব মনিরুল ইসলাম জানান যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার অধিকাংশই সারা বৎসর চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত। প্রকল্প গুলোর মধ্যে উজানচর-বাজিতপুর অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। অন্যান্য রাস্তাগুলোর কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে এবং যথাসময়ে শেষ হবে। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি হাওর অঞ্চলের All Season রাস্তা তৈরী করার পূর্বে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেন। যথেষ্ট যাচাই-বাচাই না করে এরুপ রাস্তা তৈয়ার করা ঠিক হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকার হাওর অঞ্চলের Elevated Road/ফ্লাইওভার স্টাইলের রাস্তার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। হাওর অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হাওর অঞ্চলে যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলো প্রধানত উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীন সংযোগ রাস্তা এবং সংশ্লিষ্ট রাস্তার সাথে ব্রীজ, কালভার্ট, রেগুলেটর, বোটপাস, ফিসপাস ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করছে। "Haor Infrastructures livelihood Improvement Project" এর পরিচালক জনাব গোপালচন্দ্র সরকার জানান যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, খাল খনন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন ট্রেড/ভকেশনাল, মটর ড্রাইভিং, কুটির/হস্ত শিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে গ্রামীন বেকারত্ব দুরীকরণ এবং উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে গ্রামের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে। "Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project" (LGED অংশ) এর প্রতিনিধি জানান যে, এ প্রকল্পটি JICA এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৪-২০২২ পর্যন্ত । আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যা থেকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমানো এবং গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১ কি.মি. উপজেলা সড়ক, ১৫৮ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭ কি.মি গ্রামীন সড়ক, ৭৮০টি ব্রীজ, ৮৬০টি কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি.মি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাটবাজার নির্মাণ, ২৪টি ল্যাডিং ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি জানান যে, এ সকল কাজের অগ্রগতি ৪৪% যা সন্তোষজনক এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৮%। সভাপতি অন্যান্য প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনায় বলেন পল্লী অঞ্চলে গ্রামীন সড়কে যথাসম্ভব প্রশস্ত কালভার্ট তৈরী করতে হবে যাতে বর্ষা বা বৃষ্টির পানি দ্রুত সরে যেতে পারে। তিনি প্রকল্পগুলোর নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি আই ডব্লিউ টি এ) কর্তৃক বাস্তবায়ন যোগ্য ৫টি প্রকল্প রয়েছে। এ বিষয়ে BIWTA এর প্রতিনিধি জানান যে, হাওর অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়, ২৪টি নৌ-পথ) প্রকল্প চলমান আছে যার বাস্তবায়নকাল ২০১২-২০১৯। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জ অগ্রগতি ৫৫% এবং একটি প্রকল্প গত জুন মাসে শেষ হয়েছে।

তাছাড়া হাওর অঞ্চলের নৌ-পথের সার্বিক উন্নয়নে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যটন, জলাভূমির ইকোসিস্টেম, সেচ ও ল্যান্ডিং সুবিধাদির উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। হাওর মহাপরিকল্পনায় উল্লিখিত অবশিষ্ট ৩টি প্রকল্প প্রস্তাবকে সমন্বিত করে ভিন্ন ভিন্ন কম্পোনেন্ট হিসেবে হাওর অঞ্চলের নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা হবে। এ প্রকল্পটির প্রস্তাবিত মেয়াদ ২০২৬ সাল পর্যন্ত।

সভার সভাপতি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক নদীতে ড্রেজিং করার ক্ষেত্রে ড্রেজড মেটেরিয়াল অর্থাৎ সেডিমেন্ট ব্যবস্থাপনার কোন অনুমোদিত প্লান আছে কি না তা জানতে চান। এ প্রসঙ্গে সভাপতি সকলকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নদীতে ড্রেজিং করা হলে ড্রেজড মেটেরিয়াল দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধারসহ সেডিমেন্টের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তিনি দেশের নদী-নালা ড্রেজিং করার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে জোর গুরুত্বারোপ করেন।

৪। উন্নয়ন ক্ষেত্র : মৎস্য

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর উল্লেখ করেন যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরে ২২টি প্রকল্প ক্ষেত্র/প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ৪টি এবং মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

মৎস্য অধিদপ্তর : মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় উল্লিখিত প্রকল্পগুলো মৎস্য অধিদপ্তর গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করছে। অধিকাংশ প্রকল্প অধিদপ্তরের রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া মাছের অভায়শ্রম তৈরী, মাছের পোনা উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে বিলে নার্সারী স্থাপন, ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলসহ সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৪ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা মৎস্য Course চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৩ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। সভাপতি মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, হাওর অঞ্চলে দেশের ছোট বড় সব প্রকারের মাছের Spawning Period অনুসন্ধান করা জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫। উন্নয়ন ক্ষেত্র : মুক্তা চাষ

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাওর এলাকায় মুক্তা চাষ সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে, যার বাস্তবায়কারী সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তর। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এই প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI) : এ সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, হাওর অঞ্চলে মুক্তাচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) নামক একটি প্রকল্প (২০১২-২০২১) চলমান আছে। হাওর অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা চলছে। ইতোমধ্যে তিন ধরণের মুক্তা উদ্ভাবন করা হয়েছে। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এসব মুক্তা চাষ প্রযুক্তি শীঘ্রই কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হবে।

৬। উন্নয়ন ক্ষেত্র : প্রানিসম্পদ

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় প্রানিসম্পদ সেক্টরে ১০টি প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। তম্মধ্যে প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর ২টি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া কিছু কিছু প্রকল্প অধিদপ্তরের রুটিন কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭। উন্নয়ন ক্ষেত্র: শিক্ষা

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা সেক্টর ভিত্তিক ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তম্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২টি, মৎস্য অধিদপ্তর ১টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ১টি, বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো ১টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১টি, তথ্য মন্ত্রণালয় ১টি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১টি, বস্ত্র অধিদপ্তর ১টি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ১টি, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২টি প্রকল্প রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা : অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, দরিদ্র পিড়ীত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প জুলাই ২০১০ থেকে চলমান আছে এবং এর মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত । এ প্রকল্পের অধীনে নেত্রকোনা জেলায় ১৮০টি, সুনামগঞ্জ জেলায় ১৯৩টি এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৩,৩৪৫ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ স্কুলে উপস্থিতির জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চল্লিশ হাজার ক্লাশ রুম তৈরী করে বিদ্যালেয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার ও লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর: এ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ জেলায় এ প্রকল্পের অর্থায়নে ৬০০০ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৮-১৫ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া বন্ধে এ প্রকল্প কাজ করছে।

৮। উন্নয়ন ক্ষেত্র: পর্যটন

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, পর্যটন ক্ষেত্রে ১৩টি প্রকল্প হাওর মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক ২টি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টি, (মোট ৪টি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান জানান যে, বাইক্কা বিল, হাকালুকি হাওর ও টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য কাজ করা হচ্ছে এবং Eco-Tourisum এবং Community Based Tourisum উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, তাঁর সংস্থা থেকে টাঙ্গুয়ার হাওরে Boatel চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, টাঙ্গুয়ার হাওর সহ অন্যান্য হাওরে পর্যটনের জন্য ইঞ্জিন বোট ব্যবহার করা যাবে না। তবে ব্যাটারী চালিত নৌকা ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া পর্যটকগণ হাওরে ঘুরতে যাওয়ার সময়ে যেন খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট, পানীয়ের ক্যান/প্লাস্টিকের বোতল, ইত্যাদি নৌকায় বহন না সে জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন হবে। তিনি রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট এর পরিবেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, পর্যটকগণ নিজের অজান্তে খাওয়া দাওয়ার প্যাকেট, পানীয় ক্যান ও পানির প্লাস্টিকের খালি বোতল, পলিথিন, ইত্যাদি সেখানে ফেলছে। ফলে সে অঞ্চলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায়, হাওর অঞ্চলে যে স্থান পর্যটন এলাকা চিহ্নিত করা হবে সেখানে পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৯।উন্নয়ন ক্ষেত্র: শিল্প

এ সেক্টরে হাওর মহাপরিকল্পনায় ০৯টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক "হাওর অঞ্চলের দুস্থ গরীব মহিলাদের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের" ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শ্রীমঙ্গলে বিসিক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। তাছাড়া মহাপরিকল্পনাভুক্ত অধিকাংশ প্রকল্প রুটিন কাজ হিসেবে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১০।উন্নয়ন ক্ষেত্র: সামাজিক সেবা

হাওর মহাপরিকল্পনায় সামাজিক সেবা সেক্টরে ৬টি প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত আছে। ইতোমধ্যে এ ক্ষেত্রে ১৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৭টি, খাদ্য অধিদপ্তর ১টি, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩টি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ২টি, বাংলাদেশ পুলিশ ১টিসহ (অর্থাৎ মোট ১৪টি) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থার মেন্ডেট অনুযায়ী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে-যার অগ্রগতি সন্তোষজনক ।

১১।উন্নয়ন ক্ষেত্র: বিদ্যুৎ শক্তি

হাওর মহাপরিকল্পনায় বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, হাওর অঞ্চলের ৩৯টি উপজেলায় ১০০% বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০ সালের হাওর অঞ্চলের সকল উপজেলা বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হবে।

১২।উন্নয়ন ক্ষেত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

হাওর মহাপরিকল্পনায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ৩টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে ১টি প্রকল্প অর্থাৎ "3D Seismic Survey Project of BAPEX" বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সিসমিক সার্ভে করা হচ্ছে। অগ্রগতি ৭০%।

১৩।উন্নয়ন ক্ষেত্র: জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি/জলাশয় ব্যবস্থাপনা

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি ব্যবস্থা সেক্টরে ১০টি প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় এ সেক্টরে আরও প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিকে নির্দেশনা দেন।

১৪। উন্নয়ন ক্ষেত্র: স্বাস্থ্য

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান সেক্টরে ১৬টি প্রকল্প/প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হাওর অঞ্চলসহ দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২টি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ৮টি কর্মসূচী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২টি (মোট ১২টি) প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কাজ কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া সুনামগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং মৌলভীবাজার জেলায় ডায়গনষ্টিক সেন্টার চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ বিভাগের প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচনের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা হাওর অঞ্চলের জন্য কিছুটা শিথিল করে জনগণের আবাসিক এলাকার কাছাকাছি ক্লিনিক স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করেন। ঐ অঞ্চলের জন্যে ভাসমান হাসপাতাল স্থাপন বিশেষ উপযোগী হবে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাধারন আলোচনা ও পর্যালোচনাঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে, হাওর মহাপরিকল্পনায় বর্নিত ১৭টি উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে ১৪টি সেক্টরে ৩৮ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ১১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে কয়েকটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।তিনি আরও জানান যে, বন সম্পদ, পানি সরবরাহ ও আবাসন ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। এ সকল সংস্থাকে পত্র মারফত যোগাযোগ করা হচ্ছে। যে সকল উন্নয়ন ক্ষেত্রে আরও প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে সে ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সভাপতি মহোদয় দিক নির্দেশনা দেন। সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

১) হাওর অঞ্চলে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেজিং তথা নৌপথ সংস্কার ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহন করবে।

২) হাওর এলাকার কোথাও কোন ধরনের অবকাঠামো তথা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩) হাওরের অঞ্চলে ডুবন্ত বাঁধ/রাস্তা এবং All Weather সড়ক নির্মাণ করার পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উড়াল সেতু (Fly Over) নির্মাণ করতে হবে। ব্রীজ কালভার্ট গুলো যথেষ্ট প্রশস্ত ও লম্বা করে তৈরী করতে হবে।

৪) টাংগুয়ার হাওরে কোন ইঞ্জিন চালিত নৌকা চালানো যাবে না। পর্যটকগণ যাতে হাওরে ভ্রমণের সময় কোন খাদ্যদ্রব্য এবং হাওরকে দূষিত করে এমন জিনিস নৌকায় বহন না করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিবেন।

৫) হাওর এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধান প্রধান অংশীজনের (এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ইত্যাদি) সাথে আলাদাভাবে আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক করা হবে।

৬) হাওর এলাকায় মাছের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭) প্রতি ইউনিয়নে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের নীতি শিথিল করে হাওর এলাকায় চাহিদার ভিত্তিতে একই ইউনিয়নে প্রয়োজনে একাধিক কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮) হাওর এলাকায় ভাসমান দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প অগ্রাধিকার তালিকায় রাখতে হবে। একই সাথে ভাসমান হাসপাতাল ও ভাসমান স্কুল পাইলটিং করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯) সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার নিকট হতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন হালনাগাদ করতে হবে।

১০) হাওর এলাকার সব উপজেলায় স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১১) হাওর মহাপরিকল্পনাকে এসডিজি ও ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর ভিত্তিতে হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কবির বিন আনোয়ার)
সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সমন্বয় সভা